



49987 - যবে ব্যক্তরি কডিনি বকিল হয়ে গেছে সে কভিবে রোযা রাখবে

প্রশ্ন

যবে ব্যক্তরি কডিনি নিষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রতদিনি তার ডায়াসেসি করতে হয় সে কভিবে রোযা রাখবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল (১০/১৯০): কোন ব্যক্তরি রোযা-রাখা অবস্থায় তার ডায়ালাইসিস করা হলে রোযার কিকোন ক্ষতি হবে?

জবাবে তাঁরা বলেন: ডায়ালাইসিস কভিবে করা হয়, ডায়ালাইসিস এর সাথে অন্য কোন ধরণের ক্যামকিলে মশোনো হয় এবং এ ডায়ালাইসিস এর মধ্যে কিকোন খাদ্যদ্রব্য আছে, এ বিষয়গুলো জানানোর জন্য রিয়াদস্থ কথি ফয়সাল স্পেশাল হাসপাতাল ও সামরিক হাসপাতালে পত্র দাওয়া হয়েছিল, উত্তরে তারা জানান যে, ডায়ালাইসিস বলতে বুঝায় রোগীর শরীরের সব রক্ত বের করে একটি যন্ত্রে (কৃত্রিম কডিনী) প্রবশে করানো এবং রক্তকে শোধন করা এরপর পুনরায় দেহে প্রবশে করানো। কিছু কিছু ক্যামকিলে ও খাদ্য উপাদান রক্তে ঢুকানো হয়; যমেন সূগার ও লবণ জাতীয় দ্রব্য।

ফতোয়া কমটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসে করার মাধ্যমে ডায়াসেসি এর করার পদ্ধতি অবগত হওয়ার পর ফতোয়া দিয়েছেন যে, উল্লেখিত ডায়াসেসি এর মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ হবে।

আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা।[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

যবে ব্যক্তরি কডিনি ডায়াসেসি করা হচ্ছে রক্ত বের হওয়ার কারণে তার ওজু কভি ভঙ্গ হবে? ডায়াসেসিকালে সে কভিবে রোযা রাখবে, কথিবা নামাযের সময় হলে নামায পড়বে?

উত্তরে তিনি বলেন:

ওজু ভঙ্গ হবে না। আলমেদরে মতামতগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছে- শুধু দুইটি পথ ব্যতরিকে মানুষের দেহের অন্য কোন স্থান থেকে কিছু বের হলে ওজু ভাঙবে না। পায়ুপথ ও মূত্রপথ দিয়ে কিছু বের হলে ওজু নিষ্ট হবে। সটো পশোব হোক



কথিবা মল হোক কথিবা বায়ু হোক। এ দুই পথ দিয়ে যটোই বরে হোক না কনে ওজু ভাঙবে যাবে।

এ দুই পথ ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে কোন কিছু বরে হলে সটো কম হোক কথিবা বশে হোক যমেন- নাক দিয়ে রক্ত পড়া, কষতস্থান থেকে রক্ত ঝরা, এতে ওজু ভাঙবে না। এর ভিত্তিতে বলা যায় কডিনি ডায়ালসেসি এর কারণে ওজু ভাঙবে না।

নামায আদায়ের ক্ষেত্রে অসুস্থ ব্যক্তি দুই ওয়াক্তরে নামায একত্রে আদায় করতে পারেন; জোহর ও আছর একত্রে এবং মাগরিব ও এশা একত্রে। ডাক্তারের সাথে এভাবে সমন্বয় করে নবিনে যাতায়ে করে, ডায়ালসেসি করতে অর্ধদিনের বেশি সময় না লাগে এবং ডায়ালসেসি এর কারণে ওয়াক্তমত জোহর ও আসরের নামায পড়া না যায়। যমেন তনি ডাক্তারকে বলতে পারেন, মধ্যদপুরের এতটুকু সময় পরে ডায়ালসেসি শুরু করবনে, যতটুকু সময়ের মধ্যে আমি যোহর ও আসরের নামাযদ্বয় পড়ে নতি পারি। কথিবা বলবনে: আগভোগেই ডায়ালসেসি শুরু করুন; যাতায়ে করে আসরের ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার আগে আমি যোহর ও আসর নামায পড়ে নতি পারি। অর্থাৎ তার জন্য দুই ওয়াক্তরে নামায একত্রে পড়া জায়যে; তবে যথাসময়ে নামায আদায় করতে হবে। তাই, তাকে সরাসরি ডাক্তারের সাথে সমন্বয় করে নতি হবে।

আর রোযা রাখার হুকুমের ব্যাপারে আমি দ্বিধাদ্বন্দে আছি। কখনো কখনো বলি: ডায়ালসেসি শিগা লাগানোর মত নয়। শিগার ক্ষেত্রে তে শরীর থেকে রক্ত বরে করা হয়, শরীরে কোন রক্ত প্রবশে করানো হয় না; হাদিস অনুযায়ী যা রোযা ভাঙকারী। পক্ষান্তরে, ডায়ালসেসি এর ক্ষেত্রে শরীর থেকে রক্ত বরে করে, পরিস্কার করে আবার শরীরে প্রবশে করানো হয়। কিন্তু আমার আশংকা হয় যে, ডায়ালসেসি এর মধ্যে এমন কিছু খাদ্যউপাদান থাকে যগুলোর কারণে পাহাহারের প্রয়োজন হয় না। যদি আসলেই এমন কিছু উপাদান থাকে তাহলে ডায়ালসেসি এর কারণে রোজা ভাঙ হবে। যে ব্যক্তিকে জীবনভর ডায়ালসেসি করতে হয় সে ব্যক্তির হুকুম হবে ঐ রোগীর মত যার সুস্থ হওয়ার আশা নাই। এমন রোগী প্রতিদিনের রোযার পরবর্ত্তে একজন মসিকীনকে খাওয়াবনে। আর যদি ডায়ালসেসি কখনও লাগে কখনও লাগে না এমন হয় তাহলে এমন রোগী ডায়ালসেসি এর সময় রোযা ভাঙবনে এবং পরবর্ত্তীতে আদায় করে নবিনে।

আর যদি ডায়ালসেসি এর মধ্যে যে উপাদানগুলো দ্যো হয় এগুলো খাদ্য উপাদান না হয়; শুধু রক্তকে পরিশোধিত করা হয় তাহলে এটি রোযা ভাঙ করবে না। এমন হলে রোযা রেখে ডায়ালসেসি করা যতে পারে। এ বিষয়ে ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞাসে করতে হবে।]সমাপ্ত]

[মাজমু ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২০/১১৩)]

সারকথা হচ্ছে:

যে ব্যক্তি কডিনি ডায়ালসেসি করতে বাধ্য আক্রান্ত সে ব্যক্তি তার ডায়ালসেসি এর দিনগুলোতে রোযা রাখবে না।

পরবর্ত্তীতে যদি এ ব্যক্তি এ রোযাগুলোর কাযা করতে পারে কাযা করবে। আর যদি কাযা করতে না পারে তাহলে সে ব্যক্তির



হুকুম যবে বয়সেবুদ্ধ ব্যক্তি রোগো রাখতে পারে না তার হুকুমরে ন্যায়- রোগো না রখে প্রতদিনি একজন মসিকীনকে খাওয়াবে।